কুড়ুলগাছীতে ৫ দোকানে আগুন ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে নগদ অর্থ প্রদান

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি বাজারে রাতে সেহরির সময় ৫ টি দোকানে আগুন লেগে পুড়ে লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভূস্মিভুত হয়েছে। বুধবার সকালে ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্থের ৫ জনের মাঝে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান নগদ অর্থ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করেছে।

জানাগেছে, মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি বাজারের খোকনের হোটেলের চুলা থেকে আগুনের সুত্রপাত হয়। পরে হোটেলের পাশা পাশি থাকা ৫ টি দোকানে আগুন লেগে মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই খবর মসজিদেন মাইকে আগুন লাগার বিষয়টি ঘোষনা দিলে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসে। পরে দর্শনা ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম ঘটনাস্থলে এসে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রনে নেয়।

বুধবার সকাল ১০ টার দিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান কুড়ুলগাছি বাজারে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরে ক্ষতিগ্রস্থদের ৫ জনের মাঝে নগদ অর্থ ৫০ হাজার টাকা তুলে দেন তিনি।এসময় উপস্থিত ছিলেন কুড়ুলগাছি ইউপি চেয়ারম্যান শাহ মোহাম্মদ এনামুল করিম ইনু, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী অফিসার মোঃ আশরাফুল ইসলাম।

দামুড়হুদায় ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

দামুড়হুদায় মডেল থানা পুলিশের মাদক বিরোধী সফল অভিযানে মাদক সম্রাট হাপুর জামাই মাদক ব্যবসায়ী সোহাগকে মাদকসহ গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

থানা সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আঃ খালেক নিদের্শে থানার চৌকস অফিসার এসআই সঞ্জয় কুমার চক্রবর্তী, সঙ্গীয় এসআই মারজান আল মোনায়েম সঙ্গীয় ফোর্সসহ দুপুর ৩ টার দিকে মডেল থানাধীন পাড় দামুড়হুদা মোড়ের পাকা রাস্তার উপর থেকে আসামী আবুজর গেফারী ওরফে সোহাগ (৩৬) কে আটক করেন।

এ সময় তার দেহ তল্লাশি করে ৬ পিচ ফেন্সিডিল পাওয়া যায়।

গ্রেফতারকৃত আসামি দামুড়হুদা দশমীপাড়ার রফিকুল ইসলামের ছেলে।

আসামির বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা নং১০, ধারা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(১) সারনিক ক্রমিক নং (খ) রুজু করা হয়েছে।
দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আঃ খালেক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গ্রেফতারকৃত আসামি মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য মাদকদ্রব্য সহ অবস্থান করছেন। এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ আসামিকে কোর্টে প্রেরণ করা হবে।

মেহেরপুরের আমদহে লিচু ও সেগুন বাগানে দূর্বৃত্তের আগুন

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের মাঠে নিজাম উদ্দিন নামের এক ব্যক্তির বাগানের ৫টি লিচু গাছ ও প্রায় ৩০টি সেগুন গাছ পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মালেকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত মালেক একই এলাকার মৃত মোহাম্মদ আলীর ছেলে।

ক্ষতিগ্রস্থ নিজাম উদ্দিন অভিযোগ করে বলেন, গত রবিবার ইফতারের কিছু পূর্বে একই এলাকার মোহাম্মদের ছেলে মালেক কোন কারণ ছাড়াই আমার বাগানে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঘটনার পরের দিন আমাকে একজন ফোন করে বলে বাগানে গাছ পুড়ে গেছে । আমার জমির পাশেই মালেকের জমি।

আমি মালেক কে জিজ্ঞাসা করি সে কি বাগানে আগুন দিয়েছ। এসময় মালেক বলে হ্যাঁ আমি আমার জমিতে আগুন দিয়েছি। আমরা জমিতে এসে দেখি মালেকের জমিতে দুই জায়গায় আগুন দেওয়া। পরে জানতে পারি ঘটনার সময় মালেকের বড় ভাই এর জামাই রাকিব ওই জমির পাশে শ্যালো মেশিনের কাজ করছিল। এসময় রাকিব আগুন দেখতে পেয়ে আমার বাগানের কাছে ছুটে আসে এবং সেখানে এসে মালেককে দেখে ঘুরে চলে যায়।

পরবর্তীতে রাকিব সন্ধ্যায় মসজিদে নামাজ পড়তে যায় আমার ছেলে সজিবের সাথে। নামাজ শেষে রাকিব আমার ছেলে সজিবকে বলে আগুন লাগার বিষয়ে আমি জানি তবে আমি নাম করতে পারব না। আমিও সত্য জানতে রাকিবকে জিজ্ঞাসা করি আগুন লাগার বিষয়ে রাকিব আমাকেও একই কথা বলেছে।

যার স্বাক্ষী দুজন আছে। তিনি আরও বলেন, আমি গরীব মানুষ। আমার যে ক্ষতি হয়েছে তা অপূরণীয়। দীর্ঘ ১৫ বছর সন্তানের মত করে যত্ন করে গাছগুলোর দেখভাল করেছি। এবারই প্রথম গাছে লিচু ধরা শুরু হয়েছে। কিন্তু আগুনে পুড়ে সবই নষ্ট হয়ে গেছে সেই সাথে সেগুন গাছের গোড়া আগুনে পুড়ে শুকিয়ে গেছে। এঘটনায় ক্ষতিপূরণ সহ মালেকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করছি। এ ঘটনায় মামলা প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলেও তিনি জানান।

তবে অভিযুক্ত মালেকের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তার সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি।
এ ব্যাপারে মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, এ ঘটনায় কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় মাই টিভির যুগ পূর্তিতে ইফতার ও খাদ্যসামগ্রী

বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা প্রেসক্লাবে মাই টিভির ১২তম বর্ষ পদার্পন উৎযাপন এবং হাফিজিয়া মাদরাসার শিক্ষার্থী ও দরিদ্র মানুষের মাঝে ইফতার ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার বিকাল ৪ ঘটিকার সময় দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মাই টিভির চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি এবং জাতীয় দৈনিক যুগান্তর এর দামুড়হুদা প্রতিনিধি ইকরামুল হক পিপুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রসাশক মাহফুজুর রহমান মনজু।
আরও উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা থানার ওসি মোঃ মাহাব্বুর রহমান কাজল, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মোঃ আওয়াল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এস এম ওসমান, মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার দর্শনা ব্যুরো প্রধান আহসান হাবীব মামুন, দৈনিক আকাশ খবর পত্রিকার দর্শনা ব্যুারো প্রধান ইমতিয়াজ আহমেদ রয়েল, মেহেরপুর প্রতিদিনের দর্শনা প্রতিনিধি ফরহাদ হোসেন, সুজন, আব্দুল হান্নান, বাঁধন, রিফাত, প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি হানিফ মন্ডল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব মাহফুজুর রহমান মুনজু বলেন মাই টিভি দূর্বার গতিতে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এই চ্যানেল আরও এগিয়ে যাবে। মাই টিভির জন্য শুভকামনা ও ভালবাসা রইল।

গাংনী হাসপাতালের স্টোরকিপার ও নার্সদের যোগসাজশ

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ইনডোর ও আউটডোরের রোগিদের জন্য বরাদ্দকৃত ওষুধ কয়েকটি ক্লিনিকে ব্যবহৃত হচ্ছে। অনেকেই অভিযোগ করে বলেছেন, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোরকিপার দবীর উদ্দীনের সহায়তায় কতিপয় নার্স সরকারি ওষুধ ক্লিনিকে বিক্রি করেন।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, ক্লিনিকের দালাল হিসেবে পরিচিত কয়েকজন নারী

নিজেদের অসুখের কথা বলে ওষুধ নিয়ে তা ক্লিনিকে বিক্রি করেন। অনেকেই বলেছেন, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক দুর্ণীতিবাজ বাবু এসব অপকর্মের নেপথ্য নায়ক। তবে স্টোরকিপার বলেছেন তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সঠিক নয়।

অভিযোগে জানা গেছে, গাংনীর কয়েকটি ক্লিনিকে সরকারি সরবরাহকৃত ওষুধ ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব ওষুধ ক্লিনিকে ভর্তিকৃত রোগীদেরকে দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে ক্যাফটিল, সেফুরক্সিম, মেট্রোনিডাজল, বিকোনিক্স, অ্যাজিথ্রোমাইসিন, সিপ্রসিনসহ বেশ কিছু জীবন রক্ষাকারী ওষুধ রয়েছে।

ক্লিনিকে চিকিৎসা নেয়া কয়েকজন রোগি জানান, তারা ক্লিনিকে ভর্তি থাকাকালীন কর্তব্যরত নার্স ও ব্রাদার ওষুধের স্ট্রীপ খুলে তা সেবনের জন্য দেন। এসময় চোখে পড়ে সরকারি ওষুধের স্ট্রীপ। তড়িঘড়ি ওই নার্স ওষুধ সরিয়ে ফেলেন। তাৎক্ষনিকভাবে সকল তথ্য চলে যায় সাংবাদিকদের কাছে।

একটি সুত্র জানায়, সরকারি হাসপাতালে সরবরাহকৃত সব ওষুধ ব্যবহার হয় না। অনেক ওষুধ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় তা বিনষ্ট করে ফেলতে হয়। এ সুযোগে মেয়াদোত্তীর্ণের আগেই ক্লিনিকের সাথে যোগাযোগ করে তা বিক্রি করা হয়। এর জন্য স্টোর কিপারকে দায়ী করেছেন অনেকেই।

এদিকে বিভিন্ন ক্লিনিকের দালাল হিসেবে পরিচিত কয়েকজন নারী নিজেদের নামে ওষুধ নিয়ে তা বিক্রি করেন ক্লিনিকে। তবে ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন কথা বলতে চান নি।

গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর কিপার দবির উদ্দীন জানান, প্রতিটি ওষুধের হিসেব রয়েছে। নার্স ও আউট ডোরের কম্পাউন্ডারের দেয়া চাহিদা অনুযায়ী ওষুধ সরবরাহ করা হয়। সেখান থেকে তারা কি করে সেটা তাদের ব্যাপার। স্টোর থেকে কোন ওষুধ বাইরে বিক্রি করা হয় না।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন নাসির উদ্দীন জানান, তিনি ওষুধ পাচারের বিষয়টি শুনেছেন এবং এ ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন দেয়ার জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

# [redacted]

[redacted]

চুইঝালের চাষ শুরু হয়েছে। প্রতিমাসে চুইঝাল চাষ করে অনায়াসে ৫০ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব। জিহাদের সাথে আমিও চাষে সময় দিই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় সময় দিতে পারছি। এ চাষে সময় কম দিলেও সমস্যা নাই। নার্সারী থেকে চুইঝালের চারা দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হচ্ছে। বর্তমানে নার্সারীতে ৪ জন বেকারের কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রতিদিনি তারা ৫০০ টাকা করে মজুরি পাই।

কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসার শিকদার মো: মোহায়মেন আক্তার জানান, তার জানামতে উপজেলায় এটিই চুইঝালের প্রথম চাষ। তারা যোগাযোগ করলে যেকোন ধরনের পরামর্শ ও সহযোগিতা কৃষি অফিসের পক্ষ থেকে করা হবে।

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান, জরিমানা আদায়

মেহেরপুর ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক, খাদ্যপণ্য উদ্ধার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার রঘুনাথপুর বাজারে এ অভিযান চালানো হয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এর নেতৃত্বে রঘুনাথপুর বাজারে সাইফুল স্টোরে অভিযান চালানো হয়।

অভিযান চলাকালে ওই স্টোর থেকে বিপুল পরিমাণ মেয়াদউত্তীর্ণ কীটনাশক, খাদ্যদ্রব্য সহ মানসম্পন্ন নয় এমন খাদ্যসামগ্রী উদ্ধার করে সেখানে ধ্বংস করা হয়।

এ সময় রঘুনাথপুর গ্রামের মোনাজাত আলী ছেলে সাইফুলের নিকট থেকে ৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

একই দিনে আমঝুপি বাজারের মিন্টু ফল ভান্ডারে অভিযান চালিয়ে ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড আদায় করা হয়।

এ সময় সদর উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে অসহায় দরিদ্র পরিবারে মাঝে খাদ্য সমাগ্রী বিতরণ

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবননগর উপজেলার ১৪০টি অসহায় হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১২টার সময় দোস্ত এইড বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে সেচ্ছাসেবী সংগঠন শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার বাস্তবায়নে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

প্রতিটি প্যাকেজে রয়েছে ৮ কেজি চাউল, ১কেজি ডাউল, ১লিটার সয়াবিন তেল, ১ কেজি ছুলা, ১ কেজি মুড়ি, ১ কেজি আটা, ১ কেজি পিয়াজ, ১ কেজি চিনি, সাবানসহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী।

শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির সহ-সভাপতি চাষী রমজানের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ও মাই টিভির জীবননগর উপজেলা প্রতিনিধি মিঠুন মাহমুদ, শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার কোষাধ্যক্ষ হোসাইন আহম্মেদ সদস্য মফিজুল ইসলাম, তুহিনুজ্জামান, রমজান হোসেন, লাবনী, মিম, ওমর ফারুক, বাদশা, নিলয় প্রমুখ।

গাংনী পৌরসভার উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার উদ্যোগে পথচারীদের মাঝে বিনামুল্যে মাস্ক বিতরণ ও জনসচেতনায় প্রচারাভিযান করা হয়েছে।

গতকার মঙ্গলবার বিকেলে গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী মাস্ক বিতরণ করেন।

এসময় পথচারীদের মাঝে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে জনসচেতনায় প্রচার চালিয়েছেন মেয়র আহম্মেদ আলী।

তিনি বলেছেন, বিনা প্রয়োজনে কেউ বাহিরে ঘোরাফেরা না করে ঘরে থাকুন। প্রয়োজনের তাগিদে বাহিরে বের হওয়ার আগে মাস্ক পরে বাহিরে বের হবেন। তা না হলে আপনি বা আপনার পরিবার নিরাপদে থাকবেনা।

আপনারা হয়তো জানেন না আপনি বাহির থেকে করোনা নিয়ে বাড়ি ফিরে আপনার পরিবারকে ধ্বংস করছেন। আপনার পরিবারকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব আপনার।

মাস্ক বিতণের সময় পৌরসভার নারী কাউন্সিলর ঝর্ণা বেগম, কাউন্সিলর মকছেদ আলী, পৌর স্টাফবৃন্দরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার দাবিতে ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ

স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার দাবিতে মেহেরপুরে বড় বাজার ও হে◌াটেল বাজারে বিক্ষোভ করেছেন ব্যবসায়ীরা।

বাহিনীর সদস্যরা কঠোর হলেও কাঁচা বাজার থেকে শুরু করে মেহেরপুরের প্রতিটি গ্রাম গঞ্জে লকডাউন কি জিনিস সাধারণ মানুষের মধ্যে তা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

লকডাউন শুধু প্রধান সড়ক কেন্দ্রিক হাওয়াই ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করতে থাকে পবিত্র রমজান মাসের প্রথম দিন থেকে লকডাউন শুরু হওয়ায় মঙ্গলবার সকালের দিকে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে শুরু করে।

সকালের দিকে পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা নিয়মিত টহল শুরু করলে বড়বাজার এলাকার সকল ব্যবসায়ীরা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে।